ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 085 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৮৫ ● কলকাতা ● ১৪ চৈত্র, ১৪৩২ ● রবিবার ● ২৯ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোটার তালিকা নিয়ে মমতাকে সরাসরি প্রশ্ন অমিত শাহের

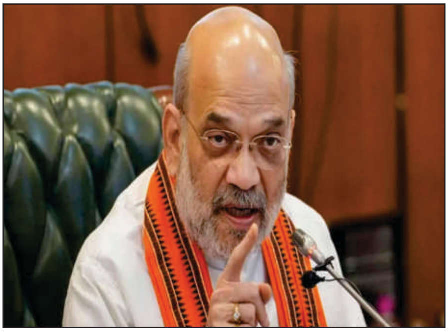

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলায় চলতি এসআইআর প্রক্রিয়া ও ভোটার তালিকা নিয়ে যখন লাগাতার নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন পাল্টা প্রশ্ন তুললেন অমিত শাহও । শনিবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।এ ব্যাপারে সীমান্তে বেড়া দেওয়ার প্রসঙ্গটিও তোলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি বলেন, আমি জানি অনুপ্রবেশ রোখার কথা বললেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন এটা বিএসএফের কাজ। কিন্তু বাস্তব হল, সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য জমির দরকার। সেই জমি অধিগ্রহণের কাজ রাজ্য সরকারক করছে না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এজন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র সচিব কলকাতায় এসে কথা বলেছেন। আমি চিঠি পাঠিয়েছি। কিন্তু তার পরেও জমি অধিগ্রহণ হয়নি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৪৫ দিনের মধ্যে অধিগ্রহণের কাজ শেষ হবে। সেই বৈঠকে তিনি নিজেই এসআইআর প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর কথায়, গোটা দেশে এসআইআর প্রক্রিয়া চলেছে। অবিজেপি রাজ্যেও হয়েছে। তামিলনাড়ু, কেরলে খুব

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 244

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কোনও গুরু এই দুনিয়াতে ধ্যান শেখাতে পারেন না, কারণ গুরুও নিজের গুরু থেকে ধ্যান শেখেননি। ধ্যানমার্গে গুরুর কোন মহত্ত্বই নেই। ধ্যানমার্গে গুরু কোন কাজের নয় কারণ তিনি এতে কিছুই করেন না। গুরু স্বয়ং নিজের জন্য কিছু করেন না, তিনি শিষ্যের জন্য কি করতে পারেন? শারীরিক স্তরে গুরু বেকার।

ক্রমশঃ

ভোট প্রচারে মমতার মন্তব্য 'উস্কানিমূলক'! রাজ্যের সিইও-র কাছে রিপোর্ট চাইল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের সময় কেউ ভয় দেখাতে আসলে ঘরে যা আছে হাতা-খুন্তি তাই নিয়ে বেরবেন,' সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মা-বোনেদের উদ্দেশে এই বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!

সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই কড়া পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। কর্তব্যে গাফিলতি ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার দায়ে বাসন্তী থানার আইসি অভিজিৎ পালকে শুক্রবার তড়িঘড়ি সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিল কমিশন। তাঁর জায়গায় নতুন আইসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর প্রবীর ঘোষকে।এবার সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই রাজ্যের সিইও-র কাছে রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন।

সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর সেই ভিডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছে। আর এতেই অশান্তি বাড়তে পারে, এমনটাই আশঙ্কা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের। তাই সেই ভিডিও খতিয়ে দেখে দ্রুত রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরকে।

কী বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী

বুধবার উত্তরবঙ্গ সফরে মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে জনসভা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এসআইআর প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিসক্রিয় ভূমিকা এবং প্রশাসনিক পদে একের পর এক রদবদল নিয়ে বিজেপি ও কমিশনকে একসুরে তোপ দেগেছিলেন।

রাজ্যের একাধিক শীর্ষ আধিকারিকদের বদলি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ ছিল, 'তাঁর সঙ্গে আলোচনা না করেই তাঁদের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার কোনও ঘটনা হলে সামলাবে কে?'

সেই জনসভা থেকেই 'মা-বোনেদের' উদ্দেশে তাঁর আহ্বান ছিল, "ভোটের দিন সকালে বুথ পাহারা দিন। যাতে বাইরে থেকে লোক এসে ছাপ্পা না দিতে পারে। যদি কেউ ভয় দেখাতে আসে যা আছে (হাতা-খুন্তি), তাই নিএই বেরিয়ে যাবেন। রান্না তো আপনারা করেনই, আমি বেশ বলব না।'

ভোট ঘোষণার আগেই রাজ্যে বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। লক্ষ্য ছিল, হিংসামুক্ত নির্বাচন। কয়েক সপ্তাহ আগে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রাজ্য সফরে এসেও আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। তবে তারপরও বিভিন্ন জেলা থেকে অশান্তি, খুনের ঘটনা সামনে এসেছে।

সম্প্রতি বাঘাযতীনে এক তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে খুন করা হয়। অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে বিজেপির প্রচারকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি হয়। অভিযোগ ওঠে, বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দারের প্রচার চলাকালীন সেখানে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা করে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে প্রচারে বাধা দিলে অশান্তি চরমে ওঠে। এরপরই নতুন করে আক্রমণ-পালটা আক্রমণে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল ও বিজেপির কর্মীরা। জখম হন ৮ পুলিশকর্মী।

গভীর রাতে বাঁকুড়ার যুবককে তুলে নিয়ে গেল তেলেঙ্গানার পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খাতড়া থানার খড়বন মোড় এলাকা থেকে জঙ্গি যোগের সন্দেহে মীর আসিফ আলি নামে ২০ বছরের এক যুবককে গ্রেফতার করল তেলেঙ্গানা পুলিশের এসটিএফ। স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় এসটিএফ দু'দিন আগে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালায়। তখনই তাঁকে আটক করা হয়। জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক আইএসআইএস ও আল-কায়েদার মতো জঙ্গি সংগঠনে যুক্ত থাকার অভিযোগে সম্প্রতি তেলেঙ্গানায় তিন জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরিবারের দাবি, আসিফ নির্দোষ। এই ধরনের কোনও কাজের সঙ্গে তার যুক্ত থাকার বিষয়টি তাঁদের অজানা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে আসিফ উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর বিভিন্ন ব্যবসার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। আর্থিক অনটনের কারণে পরবর্তীতে কাজের সন্ধানে আত্মীয়দের সঙ্গে ভিনরাজ্যে যায়। পরিবারের সদস্যরা বলছেন, ২৫ মার্চ গভীর রাতে পুলিশ বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালিয়ে তাকে তুলে নিয়ে যায়। তাঁর বাবা ও জেঠু ইতিমধ্যেই তেলেঙ্গানার উদ্দেশ্যে রওনা

এরপর ৩ পাতায়

ভোটের মুখে গোপীবল্লভপুরে বিজেপিতে ভাঙন, ৩০ পরিবার তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মতো ঝাড়গ্রাম জেলাতেও ক্রমশ চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। এরই মধ্যে শনিবার গোপীবল্লভপুর বিধানসভার সাঁকরাইল ব্লকে বিজেপি শিবিরে বড়সড় ভাঙনের ঘটনা সামনে আসায় শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চর্চা। জানা গিয়েছে, সাঁকরাইল ব্লকের ধানঘোরী অঞ্চলের কুলডিহা বুথে বিজেপির এক মণ্ডল কমিটির সদস্য অসিত পাত্র-সহ প্রায় ৩০টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। গোপীবল্লভপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতোর হাত ধরে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে দলে স্বাগত জানানো হয়।

এদিনের যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সাঁকরাইল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কমলকান্ত রাউৎ-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। নতুন সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বার্তা দেন। এই দলবদলের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তি বেড়েছে বিজেপি শিবিরে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের আগে এমন ভাঙন সংগঠনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ এবং সাধারণ মানুষের আস্থার কারণেই বিরোধী শিবির ছেড়ে বহু মানুষ তৃণমূলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন।

(২ পাতার পর)

গভীর রাতে বাঁকুড়ার যুবককে তুলে নিয়ে গেল তেলেঙ্গানার পুলিশ

দিয়েছেন।ধৃত ওই ৩ জনের মোবাইল ফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া ঘেঁটে আসিফের নাম জানতে পারে তদন্তকারীরা। ধৃত যুবকের এক্স হ্যান্ডেলে একে সিরিজের রাইফেল হাতে একটি ছবিও নজরে আসে তদন্তকারীদের। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান এআই এর সাহায্যে ওই ছবি তৈরি করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিল মীর আসিফ আলি। ধৃত যুবকের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে বিভিন্ন দেশবিরোধী প্রচারমূলক পোস্টও রয়েছে বলে জানতে পেরেছে তদন্তকারীরা। যার ভিত্তিতে গত ২৫ মার্চ গভীর রাতে বাঁকুড়ার খড়বন এলাকায় অভিযান চালায় এসটিএফের তদন্তকারীরা। বাড়ি থেকে গ্রেফতারের পর আসিফকে ওইদিনই খাতড়া মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারকের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে তেলেঙ্গানায় নিয়ে যায় তদন্তকারীরা। এদিকে, ধৃতের পরিবার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে স্বস্তিতে ২ হেভিওয়েট তৃণমূল প্রার্থী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিচারাধীন' ছিল তাঁর নাম। তবে এসআইআরের দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় এল রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার নাম। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ হওয়ার আগে পর্যন্ত শশী পাঁজার মনোনয়ন ঘিরে জটিলতা তৈরির সংশয় দেখা দিয়েছিল। তবে ২৭ মার্চ রাতে প্রকাশিত তালিকায় তাঁর নাম থাকায় আর কোনও সমস্যা রইল না তাঁর।প্রসঙ্গত, এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্বে গোটা রাজ্যে বাদ পড়ে প্রায় ৫৮ লাখ ভোটারের নাম। এই সব ভোটারের নামে এনুমারেশন ফর্মই জমা পড়েনি। তাই খসড়া তালিকা থেকেই বাদ পড়েছিল তাদের নাম। এর মধ্যে মৃত ভোটার ২৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৫২, নিখোঁজ ১২ লক্ষ ২০ হাজার ৩৮ জন, স্থানান্তরিত রয়েছেন ১৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৬ জন, ভুয়ো ভোটার ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩২৮ জন এবং অন্যান্য ৫৭ হাজার জন। তারপর 'চূড়ান্ত তালিকায়' আরও প্রায় ৫ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়ে। এবং রিপোর্টে দাবি করা হয়, প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে প্রায় ১০ লাখ ভোটারের নাম বাদ গিয়ে থাকতে পারে। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৭০ লাখেরও বেশি নাম বাদ গিয়েছে ভোটার তালিকা থেকে।আসন্ন নির্বাচনে শশীকে ফের শ্যামপুকুর থেকেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল। এর আগে এসআইআর শুনানিতে ডাকা হয়েছিল মন্ত্রী শশী পাঁজাকে। সেখানে তিনি নথি জমা করে এসেছিলেন।

এদিকে দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় নাম রয়েছে বীরভূমের হাঁসানের তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখেরও। এর আগে কাজলের মায়ের নামও বিচারাধীন ছিল। এই দফায় তৃণমূল নেতার মায়ের নামও উঠেছে তালিকায়। তালিকায় নাম ওঠার পরে তিনি বলেছেন, 'বিজেপি চেয়েছিল বাংলার মানুষ যাতে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে আদালতে লড়াই করেছেন।'

উল্লেখ্য, রাজ্যের ছ'টি রাজনৈতিক দলের ১৪ জন প্রার্থীর নাম অ্যাজুডিকেশন বা বিচারাধীন তালিকায় ছিল। এই আবহে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের আবেদন, রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থীদের মামলাগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। এবং যদি দেখা যায়, কারও নাম বাদ পড়েছে তালিকা থেকে, তাহলে ট্রাইব্যুনালের আপিলের শুনানিও যাতে দ্রুত হয়।

অভিষেকের মুর্শিদাবাদের সভা বাতিল, কেন হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত নিতে হল?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আর তারপরই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে শুরু করে বিরোধী দলগুলি। যদিও আংশিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে বিরোধীরা। সেখানে পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল কংগ্রেস ব্যাকফুটে পাঠিয়ে দেয় বিরোধীদের।এছাড়া অভিষেকের বক্তব্য শেষ করে মঞ্চ ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই ঘটে যায় অঘটন। আচমকা সভামঞ্চে আগুন লেগে যায়। আর আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং সেই সঙ্গে তৈরি হয় তীব্র আতঙ্ক। শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুনের সূত্রপাত। মঞ্চে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক সংযোগ থেকেই আগুন লাগে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে আগুন লাগার সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।এই আবহে এখন জোরদার ভোট প্রচারে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। সব দলের প্রার্থীরাই এখন নিজ নিজ কেন্দ্রে চষে বেড়াচ্ছেন। তার মধ্যে এবার আজ, শনিবার মুর্শিদাবাদের নির্বাচনী সভা বাতিল করে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে আজ মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় সভা করার কথা ছিল ডায়মন্ডহারবারের সাংসদের। কিন্তু বাধ সাধল

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায় ১১,২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে নির্মিত নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রথম ধাপের উদ্বোধন করলেন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ উত্তর প্রদেশের জেওয়ারে অবস্থিত নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করলেন। এই উপলক্ষে নিজের গর্ব ও আনন্দ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আজকের দিনটি 'উন্নত ইউপি, উন্নত ভারত' অভিযানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারতের বৃহত্তম এই রাজ্যটি এখন সেইসব রাজ্যের অন্যতম হয়ে উঠেছে, যেখানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সংখ্যা সর্বাধিক। প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান যে, তিনি আজ দ্বিগুণ গর্ব অনুভব করছেন—প্রথমত, কারণ তিনি নিজেই এই বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন এবং আজ এর উদ্বোধন করছেন; আর দ্বিতীয়ত, কারণ এই বিশাল বিমানবন্দরের নামটি উত্তর প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত। শ্রী মোদী মন্তব্য করেন, "এটিই সেই রাজ্য, যারা আমাকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নিয়েছিল এবং আমাকে সংসদ সদস্য করেছিল; আর এখন এই চমৎকার বিমানবন্দরের সঙ্গে তাদের পরিচয়ও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেল।"

নতুন বিমানবন্দরের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, নয়ডা বিমানবন্দরটি আগ্রা, মথুরা, আলিগড়, গাজিয়াবাদ, মিরাট, ইটাওয়া, বুলন্দশহর এবং ফরিদাবাদ—এই বিশাল অঞ্চলটিকে উপকৃত করবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই বিমানবন্দরটি পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা এবং তরুণদের জন্য অসংখ্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করবে। শ্রী মোদী বলেন, "এখান থেকেই বিমান বিশ্বজুড়ে পাড়ি জমাবে; আর এই বিমানবন্দরটি হয়ে উঠবে এক 'উড্ডয়নরত উন্নত উত্তর প্রদেশ'-এর প্রতীক।" এ কথা বলে তিনি রাজ্যের জনগণ—বিশেষ করে পশ্চিম উত্তর প্রদেশের বাসিন্দাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, আজ সমগ্র বিশ্ব গভীর উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে; পশ্চিম এশিয়ায় গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধের কারণে অনেক দেশেই খাদ্য, পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস এবং সারের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সংকট দেখা দিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারত সংঘাত-কবলিত এই অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণে অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস আমদানি করে থাকে। শ্রী মোদী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "এই সংকটের বোঝা যাতে সাধারণ পরিবার এবং কৃষকদের ওপর না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে সরকার সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।"

বৈশ্বিক সংকটের সময়েও ভারতের দ্রুত উন্নয়নের অব্যাহত গতিধারার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, কেবল পশ্চিম উত্তর প্রদেশেই সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে এটি চতুর্থ কোনো বড় প্রকল্প—যার হয় উদ্বোধন করা হয়েছে, অথবা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশেষভাবে তুলে ধরেন, "এই সময়ের মধ্যেই নয়ডায় একটি বিশাল সেমিকন্ডাক্টর কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে; দেশের প্রথম 'দিল্লি-মীরাট নমো ভারত' ট্রেন তার যাত্রা শুরু করেছে; মীরাট মেট্রো পরিষেবার সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে; এবং আজ নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করা হচ্ছে।"

প্রধানমন্ত্রী উত্তর প্রদেশের উন্নয়নে এই অসাধারণ সাফল্যের কৃতিত্ব বর্তমান সরকারকেই দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সেমিকন্ডাক্টর কারখানাটি ভারতকে প্রযুক্তিক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল করে তুলছে; মিরাট মেট্রো এবং 'নমো ভারত রেল' দ্রুত ও স্মার্ট সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করছে; আর জেওয়ার বিমানবন্দর সমগ্র উত্তর ভারতকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করছে। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, "আজ বর্তমান সরকারের অধীনে, সেই একই নয়ডা উত্তর প্রদেশের উন্নয়নের এক শক্তিশালী চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।"

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(কুড়িতম পর্ব)

সালে এই পদে তিনি অধিষ্ঠিত হন। বর্তমানে ভারতীয় সুন্দরবন হচ্ছে ১০২ টি দ্বীপের সমষ্টি। এরমধ্যে ৫৪ টি দ্বীপে মনুষ্য বসতি আছে।১৭৩৭ সালের বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, সুন্দরবন মনুষ্যহীন পরিত্যক্ত স্থান হয়ে যায়। আবার মানুষের আবাদ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ১৭৭০ থেকে ১৯৩৬ এর মধ্যে। এটাই সুন্দরবনের শেষ আবাদ। অবশ্য ১৯৭৯ সালে দণ্ডকারণ্য থেকে অসংখ্য বাঙালি উদ্বাস্তু এসে সুন্দরবন সংলগ্ন মরিচঝাঁপি নামক একটি দ্বীপে বসতি স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

অভিষেকের মুর্শিদাবাদের সভা বাতিল, কেন হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত নিতে হল?

খারাপ আবহাওয়া। আর তার জেরেই অভিষেকের মুর্শিদাবাদের সভা বাতিল করতে হয়। বীরভূমে সভা করার পর সেখান থেকে মুর্শিদাবাদের সভাতে যাওয়ার কথা ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তবে খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেখানকার সভা বাতিল করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সূত্রের খবর, অভিষেক সেখানে সশরীরে উপস্থিত হতে না পারলেও, ভার্চুয়াল বৈঠক করতে পারেন। যদিও এই বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কোনও তথ্য দেয়নি ঘাসফুল শিবির। তবে কর্মী-সমর্থকরা অপেক্ষা করছেন ওখানের সভাস্থলেই।

অন্যদিকে আজ বীরভূমের লাভপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ছিল। এদিন বেলায় মঞ্চে উঠে সেখানে ভাষণ দেন অভিষেক। কেন্দ্রীয় সরকারকে একাধিক ইস্যুতে তুলোধনা করেন। রান্নার গ্যাসের দাম বাড়াচ্ছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। সাধারণ মানুষদের মধ্যে বিভাজন তৈরির কাজ করছে বিজেপি। তেমনই অভিযোগ করেছেন অভিষেক। রাজ্য সরকার বাংলার মানুষের পাশে আছে এবং উন্নয়ন করে যাবে বলে বার্তা দিয়েছেন তিনি। উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ানও মঞ্চ থেকে দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অপরপক্ষে, ভাটস্ নিজেই স্বীকার করেছেন, অন্তত মোহেন্‌জো-দাড়ো মূর্তিকাগুলির গায়ে সিঁদুর-রঙ মাখানো সুস্পষ্ট প্রমাণ চোখে পড়ে এবং তাঁর মতেও এ-থেকে মূর্তিকাগুলির সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্কই প্রমাণিত হয়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হেদিয়ায় চুরির আতঙ্ক, ভোটের আগে উত্তেজনা চরমে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হেদিয়া

ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই দক্ষিণ ২৪ পরগনার হেদিয়া অঞ্চলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ যেন একে একে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের অভিযোগ—রাতের অন্ধকারে সমাজবিরোধীদের উৎপাত, মদ্যপ অবস্থায় দৌরাত্ম্য, জুয়া ও অবৈধ কার্যকলাপ—এখন প্রকট আকার ধারণ করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিন রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে। এরই মধ্যে এলাকায় বাড়ি বাড়ি চুরির ঘটনাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে।

গতকাল গভীর রাতে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পুরাতন বাড়ির মন্দিরে চুরি হয়। একই সঙ্গে একটি ইলেকট্রিক দোকানেও চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনাগুলির সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে বলে জানা গেছে, যা তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এতেই শেষ নয়—একই রাতে হারাধন নস্করের বাড়িতেও চুরি হয়। সেখানে আসবাবপত্র থেকে শুরু করে জমি-জায়গার গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পর্যন্ত চুরি হয়ে যায়। এক রাতেই তিনটি আলাদা স্থানে চুরির ঘটনা এলাকায় রহস্য বাড়িয়েছে।

তবে স্থানীয়দের তৎপরতায় এক সন্দেহভাজন চোরকে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। তাদের প্রশ্ন—পুলিশ কি সত্যিই চুরি বন্ধ করতে পারবে? দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি হবে কি? এবং চুরি যাওয়া সামগ্রী কি উদ্ধার করে ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে?

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভোটের মুখে এই ধরনের আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনের দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন হেদিয়ার সাধারণ মানুষ।

কালবৈশাখীর দাপটে শুক্রবার রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে নামতেই পারল না চারটি বিমান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কালবৈশাখীর দাপটে শুক্রবার রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে নামতেই পারল না চারটি বিমান। তাদের মধ্যে দু'টি আসছিল দুবাই এবং ব্যাংকক থেকে, বাকি দু'টি ভিন্‌রাজ্য থেকে। চারটি বিমানই কলকাতা বিমানবন্দর থেকে অভিমুখ ঘুরিয়ে অন্য বিমানবন্দরে গিয়ে অবতরণ করে। শুক্রবার রাতে ঝড়ের মুখে পড়ে কলকাতার আকাশে প্রায় ৫৫ মিনিট চক্কর কাটে অমিত শাহের বিমান। শেষে সেই বিমান অবতরণের অনুমতি পায়। তার আগের দিন, বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিমান ঝড়বৃষ্টির কারণে কলকাতা বিমানবন্দরে নামতে না পেরে প্রায় দেড় ঘণ্টা চক্কর কাটে আকাশে।শুক্রবার রাত ১১টা ৪০ মিনিট নাগাদ শাহের বিমান অবতরণের কথা ছিল কলকাতা বিমানবন্দরে। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে তা সম্ভব হয়নি। শাহের বিমান কলকাতার আকাশে চলে এসেছিল ১২টা ২৫ মিনিট নাগাদ। প্রায় ৫৫ বিমানটি আকাশে চক্কর কেটেছে। এক বার কৃষ্ণনগরের দিক থেকেও তা ঘুরে এসেছে বলে সূত্রের খবর। রাত ১টা ২০ মিনিট নাগাদ শাহের বিমান অবতরণ করে কলকাতায়। এর আগে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতাও এই পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলেন।বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে খারাপ আবহাওয়ার কারণে যে চারটি বিমান গতিমুখ বদলাতে বাধ্য হয়, তার মধ্যে একটি দুবাই এবং একটি ব্যাংকক থেকে আসছিল। কলকাতা বিমানবন্দরে নামার কথা ছিল তাদের। ফ্লাই দুবাই এবং তাই এয়ারওয়েজের ওই দু'টি বিমানকে ঢাকায় পাঠানো হয়। দুবাই থেকে আসা বিমানটি রাতে ১টা ৩ মিনিটে ঢাকায় নামে। তাইল্যান্ড থেকে আসা বিমানটি রাত ১টা ৪৭ মিনিটে ঢাকায় অবতরণ করে। অন্য দু'টি বিমানের একটি হায়দরাবাদ এবং অন্যটি বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতা আসছিল। হায়দরাবাদ থেকে আসা ইন্ডিগো সংস্থার বিমানটিকে নাগপুরে এবং বেঙ্গালুরুর থেকে আসা এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানকে লখনউয়ে পাঠানো হয়। সেখানে অবতরণ করে তারা। শুক্রবার রাত ১১টা ৪০ মিনিট নাগাদ শাহের বিমান অবতরণের কথা ছিল কলকাতা বিমানবন্দরে। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে তা সম্ভব হয়নি। শাহের বিমান কলকাতার আকাশে চলে এসেছিল ১২টা ২৫ মিনিট নাগাদ। প্রায় ৫৫ বিমানটি আকাশে চক্কর কেটেছে। এক বার কৃষ্ণনগরের দিক থেকেও তা ঘুরে এসেছে বলে সূত্রের খবর। রাত ১টা ২০ মিনিট নাগাদ শাহের বিমান অবতরণ করে কলকাতায়। এর আগে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতাও এই পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলেন।

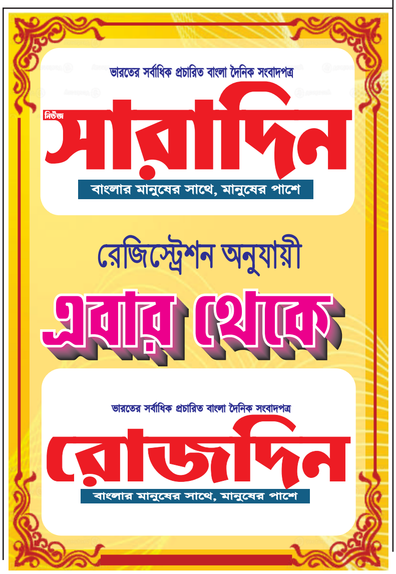

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

ইজরায়েলের উপর প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ হুথিদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এক মাস হতে চলল ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যুদ্ধ। যত সময় যাচ্ছে ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি। যুদ্ধ থামার বদলে বাড়ছে আরও ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা। এবার ইরানের সঙ্গে প্রথমবার যুদ্ধে যোগ দিল ইয়েমেনের হুথিরা। জানানো হয়েছে ইজরায়েলের উপর হুথিদের আক্রমণের কথা।হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে হুথি জানিয়েছে, ইরান, লেবানন, ইরাক এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে হামলার পাল্টা জবাব হিসেবে তারা 'ইসরায়েলের সংবেদনশীল সামরিক কেন্দ্র লক্ষ্য করে' একঝাঁক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এই ঘটনা যে উত্তেজনার আগুনে নতুন করে ঘি ঢালবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইরান প্রতি মুহূর্তে জবাব দিচ্ছে শত্রুদের। অন্যদিকে শনিবার ভোররাতে দক্ষিণ লেবাননে অভিযানরত সেনাদের ওপর রকেট হামলায় একাধিক ইজরায়েলি সেনার আহত হওয়ার খবর মিলেছে। দক্ষিণ লেবাননে দুটি হামলায় নিজেদের ৯ সেনা আহত হয়েছেন বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ইজরায়েলি সামরিক বাহিনী।এই আক্রমণের মাধ্যমে ইরানের বন্ধু হিসেবে এবার যুদ্ধে যোগ দিল ইয়েমেন। ইরানের মিত্র হুথি বিদ্রোহীরা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার হুমকি দেওয়ার পর ইয়েমেন থেকে একটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হয়েছে বলে দাবি করেছে ইজরায়েলি সামরিক বাহিনী। বিবৃতিতে বলা হয়েছে ইয়েমেন থেকে ইজরায়েলের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে একটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছে। এই হুমকি মোকাবিলায় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কাজ করছে বলে জানিয়েছে।

ভোটের আগে ধরে-ধরে মুচলেকা নিচ্ছে পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচন কমিশন আগেই নির্দেশ দিয়েছে যাতে কোনও রকম অশান্তি না হয়। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য বদ্ধ পরিকর কমিশন। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে শান্তিপূর্ণ ভোট করানোর জন্য জেলা পুলিশের তরফে প্রায় ২৫০০ জনের থেকে মুচলেকা নিল জেলা পুলিশ।এ বছর অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করা হবে।" বিজেপির তমলুক সংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় সিংহ বলেন, "আমরা চাই পুলিশ এলাকা এলাকায় গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলুক। ভোট দেওয়ার জন্য মানুষের মনবল বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ করুক পুলিশ প্রশাসন। তবে স্পর্শকাতর বুথে বেশি করে টহলদারি কথা বলা হয়েছিল সর্বদলীয় বৈঠকে। কিন্তু পুলিশের তরফে আমাদের জানানো হয়নি কোথায় রুট মার্চ এবং কত স্পর্শকাতর বুথ কোথায় কোথায় রয়েছে।" তৃণমূলের তমলুক সাংগঠনের জেলার সাধারণ সম্পাদক সরকার বলেন,"২৫০০ জনকে মুচলেকা নিয়েছে শান্তিপূর্ণ ভোট হোক এটাই আমাদের দাবি। কিন্তু নির্বাচন কমিশন কি করছে এটা আমাদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছে।"কাদের থেকে নেওয়া হয়েছে এই সই? পূর্ব মেদিনীপুর পুলিশের দাবি, বিগত কয়েক দিনে এলাকায় আইন ভঙ্গ করেছে, গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছে, সেই সব নথি দেখে তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। সেই তালিকাতে নাম থাকা ব্যক্তিদের ১০৭-এর নোটিস দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের দাবি, ২৫০০ বাসিন্দা নিজেদের স্থানীয় থানায় মুচলেকা দিয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনও রকম আইন ভঙ্গকারী কাজ করবে না।

জেলা পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা বলেন, "জেলায় প্রচুর দক্ষ পুলিশ অফিসার রয়েছেন। এলাকায় এলাকায় ঘুরছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী। ২৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ইতিমধ্যেই জেলাতে এসেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে জেলাতে আরও ২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী জেলায় আসার কথা রয়েছে।

(১ম পাতার পর)

ভোটার তালিকা নিয়ে মমতাকে সরাসরি প্রশ্ন অমিত শাহের

সুষ্ঠুভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কাউকে আদালতে যেতে হয়নি। তাহলে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হল কেন?

ভোটের আগে এসআইআর প্রক্রিয়াকে কার্যত বাংলা ও বাঙালির প্রতি আঘাত বলেই দেখাতে চেয়েছে তৃণমূল। ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ পড়ার ঘটনায় কমিশনেরল বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছে। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সওয়ালও করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর ভোটার তালিকা যাচাইয়ের জন্য জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে অমিত শাহ বলেন, ভোটার তালিকায় অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়ে রেখেছিল তৃণমূল সরকার। জেলা শাসকরাও নির্ভীক ভাবে কাজ করতে পারেননি। সেই কারণেই সুপ্রিম কোর্টকে জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করতে হয়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণ হল, এসআইআর প্রক্রিয়ায় লজিকাল ডিস্ক্রিপেন্সি খাতে যে ৬০ লক্ষ আবেদন ঝুলে ছিল, তার মধ্যে অধিকাংশ নামই সংখ্যালঘু। দেখা যাচ্ছে, জুডিশিয়ালদের অফিসারদের যাচাইয়ের পর সংখ্যালঘু নামই বাদ যাচ্ছে বেশি। এখনও পর্যন্ত ৩৭ লক্ষ নাম যাচাই করা গেছে।

এ ব্যাপারে অমিত শাহ এদিন বোঝাতে চান, নিচু তলার প্রশাসন ঠিক মতো কাজ করেনি বলেই এত সংখ্যায় লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি বেরিয়েছে।

তাঁর কথায়, আমি কথা দিচ্ছি, বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় এলে শুধু ভোটার তালিকা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বাদ দেওয়া হবে তা নয়, বেছে বেছে প্রত্যেককে দেশ থেকেও বের করে দেওয়া হবে।

সিনেমার খবর

cinema TV

অশ্লীলতার দায়ে সরিয়ে নেওয়া হলো নোরা ফাতেহির নতুন গান, বিতর্ক তুঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের আইটেম ড্যান্স কুইন নোরা ফাতেহির নতুন গান 'সরকে চুনার তেরি সরকে' মুক্তি পাওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বড় ধরনের বিতর্কের মুখে পড়েছে। আসন্ন কন্নড় ছবি 'কেডি: দ্য ডেভিল'-এর এই গানটির হিন্দি সংস্করণে মাত্রাতিরিক্ত অশ্লীল লিরিক্স এবং কুরুচিপূর্ণ দৃশ্যায়নের অভিযোগ ওঠায় শেষ পর্যন্ত তা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

গত ১৪ মার্চ কেভিএন প্রোডাকশনস থেকে গানটি মুক্তি পাওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় ওঠে। মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) অ্যাডভোকেট বিনীত জিন্দাল ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং সেন্সর বোর্ডে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, গানটির কথা এবং উপস্থাপনা অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ও যৌন উদ্দীপক, যা অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ক্ষতিকর।

ভারতীয় দণ্ডবিধি (বিএনএস), পকসো এবং আইটি আইনের আওতায় এই আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। নেটিজেনরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছেন, ভারতের সেন্সর বোর্ড কীভাবে এমন কুরুচিপূর্ণ লিরিক্সের অনুমতি দিল। অভিযোগের মুখে হিন্দি সংস্করণটি সরিয়ে ফেলা হলেও অবাক করা বিষয় হলো, গানটির আসল কন্নড় সংস্করণসহ তামিল, তেলেগু এবং মালয়ালম সংস্করণগুলো এখনো ইউটিউবে বহাল তবিয়তে রয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, আঞ্চলিক ভাষার লিরিক্সগুলোর অর্থও হিন্দি সংস্করণের মতোই আপত্তিকর। হিন্দি ভার্সনটি সরিয়ে ফেলা হলেও অন্য ভাষায় গানটির প্রচার থামেনি; বরং এর একটি আঞ্চলিক সংস্করণ ইতোমধ্যেই এক কোটি ভিউ ছাড়িয়ে গেছে।

এই বিতর্কের মাঝে মুখ খুলেছেন হিন্দি সংস্করণের গীতিকার রকিব আলম। তিনি দাবি করেছেন, এই বিতর্কিত লিরিক্স তার নিজস্ব সৃষ্টি নয়। তিনি জানান, ছবির পরিচালক প্রেম তাকে কন্নড় থেকে হুবহু শব্দ ধরে হিন্দি অনুবাদ করতে বাধ্য করেছিলেন।

রকিব আলম বলেন, আমি এই গানটি লিখতে রাজি ছিলাম না এবং পরিচালককে সতর্ক করেছিলাম যে এটি সেন্সরে আটকে যাবে। কিন্তু পরিচালক বিতর্ক তৈরির উদ্দেশ্যেই এটি হুবহু অনুবাদ করাতে চেয়েছিলেন।

সিনেমা এবং সংগীতের মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতির ভারসাম্য নষ্ট হওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সমাজকর্মীরাও। বিশেষ করে শিশুদের ওপর এই ধরনের গানের নেতিবাচক প্রভাব এবং সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে এখন নতুন করে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

দর্শকদের কাঁদানো সম্ভব, হাসানো জটিল এক দক্ষতা: অক্ষয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

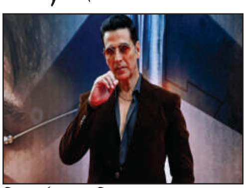

বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমার সম্প্রতি কমেডি ঘরানা নিয়ে তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও আক্ষেপের কথা শেয়ার করেছেন।

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভ'-এর দ্বিতীয় দিনে অংশ নিয়ে অভিনেতা জানান, তার দীর্ঘ ৩০ বছরের ক্যারিয়ারে ১৫০টি সিনেমায় প্রায় ৭০ জন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করলেও, কমেডি শিখতে তিনি মূলত তিনজনের কাছে ঋণী।

অক্ষয় কুমারের মতে, তার কমেডি সেন্স তৈরি হয়েছে মূলত প্রিয়দর্শন, রাজকুমার সন্তোষী এবং প্রয়াত পরিচালক-লেখক নিরাজ ভোরার হাত ধরে। অক্ষয় বলেন, 'আমি যদি কমেডির 'ক' অক্ষরটিও বুঝে থাকি, তবে তা এই তিনজনের কারণেই সম্ভব হয়েছে।'

বিশেষ করে প্রিয়দর্শনের সঙ্গে তার কাজের রসায়ন এবং নিরাজ ভোরার লেখনী তাকে এই ঘরানায় দক্ষ করে তুলেছে। উল্লেখ্য, দীর্ঘ বিরতির পর প্রিয়দর্শনের পরিচালনায় 'ভূত বাংলা' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আবারও এই জুটিকে পর্দায় দেখা যাবে। সিনেমাটি ২০২৬ সালের ১০ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

অক্ষয় কুমারের মতে, কমেডি হলো অভিনয়ের সবচেয়ে কঠিন শাখা, অথচ ইন্ডাস্ট্রিতে এটি এখনও তার প্রাপ্য সম্মান পায়নি। তার ভাষ্যমতে, 'গ্লিসারিন ব্যবহার করে বা বিশেষ পরিস্থিতির মাধ্যমে দর্শকদের কাঁদানো সম্ভব, কিন্তু কাউকে হাসানো সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং জটিল এক দক্ষতা।

তিনি আক্ষেপ করে বলেন, বড় বড় পুরস্কার অনুষ্ঠানে কমেডি করা অভিনেতাদের সাধারণত 'সেরা অভিনেতা'র মর্যাদা দেওয়া হয় না। কমেডিয়ানদের পারফরম্যান্সকে মূলধারার সিরিয়াস অভিনয়ের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

সিনেমা জগতের ট্রেন্ড নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অক্ষয় জানান, দর্শকদের পছন্দ প্রতি তিন বছর পর পর পরিবর্তিত হয়। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন বলেন, বর্তমানে 'স্ত্রী'র মতো হরর-কমেডি ঘরানার সিনেমাগুলো দর্শকরা দারুণভাবে গ্রহণ করছেন।

রণবীর সিং অভিনীত আদিত্য ধরের সিনেমা 'ধুরন্ধর'-এর উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, দর্শকরা আবারও 'অ্যাংরি ইয়াং ম্যান' ঘরানার অ্যাকশন পছন্দ করতে শুরু করেছেন।

কয়েক বছর আগে 'টয়লেট: এক প্রেম কথা' বা 'প্যাডম্যান'-এর মতো সামাজিক সিনেমাগুলোর যে জোয়ার ছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাও এখন পরিবর্তিত হয়েছে।

তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় নাম নেই ইমনের, যা বললেন গায়িকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অনেকেই ভেবেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় এবার নাম থাকবে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ও সংগীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তীর। মাসখানেক আগেই তার গলায় শোনা গিয়েছিল রাজ্য সরকারের কাজের খতিয়ানের গান 'লক্ষ্মীর পাঁচালি।'

তা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে চর্চা হয়েছিল বিস্তর। জল্পনা তৈরি হয়েছিল— গায়িকা হয়তো যোগ দেবেন তৃণমূল কংগ্রেসে। ইমনের বঙ্গবিভূষণ সম্মান সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) ২৯১টি আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল। এদিন বদলে গেল সব হিসাব-নিকাশ। প্রার্থী তালিকায় নাম নেই গায়িকা ইমন চক্রবর্তীর।

তার কাছে কি প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব গিয়েছিল, নাকি তিনি সচেতনভাবেই সরে দাঁড়িয়েছেন? একটি গণমাধ্যম এমন প্রশ্ন করেছিল গায়িকাকে। ফোন ধরতেই একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। বললেন, আমাকে নিয়ে এই হাইপড তৈরি করেছিল মিডিয়া। আমি তো কখনো কিছুই বলিনি। আমার গান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালোবাসেন। তার মানে এই নয়, আমরা প্রতিবার ভোটে দাঁড়িয়ে পড়ব।

ক্ষুব্ধ হয়ে ইমন চক্রবর্তী বলেন, এটা নিয়ে যেভাবে চর্চা হয়েছে, তাতে আমি মেন্টাল ট্রমায় চলে গেছি। আমি শিল্পী। আমার কাজ শুধু গান গাওয়া। আমি সেটাই করব। গত কয়েক দিন ধরে যেটা চলল, আজ সেটার উত্তর পাওয়া গেল। আশা করি এবার সবাই শান্ত হবেন।

সামাজিক মাধ্যমে এ জল্পনা নিয়ে একটি স্ট্যাটাস দেন গায়িকা। সেই পোস্টে ইমন চক্রবর্তী লেখেন—বিগত কয়েক মাস ধরে আপনারা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড় করিয়েছিলেন। এই যেমন— উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, বালি, সিমেন্ট, আমতলা, জামতলা ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার কেওড়াতলাতেও নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, এবার আপনাদের কাছে আমার করজোড়ে একটি বিনীত অনুরোধ— প্লিজ, আমাকে এবার একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিন।

ইসরায়েল ও পাকিস্তানি শাসনের মধ্যে পার্থক্য নেই: নাভিন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কাবুলের একটি হাসপাতালে বিমান হামলার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আফগানিস্তানের পেসার নাভিন-উল-হক। এই হামলায় শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ও আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আফগান সরকারের দাবি, পাকিস্তানের হামলায় এই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইসলামাবাদ।

আফগান সরকারের উপমুখপাত্রের তথ্য অনুযায়ী, রাজধানী কাবুলে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র লক্ষ্য করে চালানো হামলায় প্রায় ৪০০ জন নিহত হয়েছেন।

এছাড়া আরও আড়াই শতাধিক মানুষ হতাহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় সময় রাত ৯টার দিকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়, যখন রমজানের ইফতারের পর অনেক মানুষ বাইরে ছিলেন। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায়।

আফগান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হামলায় হাসপাতালের প্রায় সব অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে।

এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নাভিন-উল-হক লেখেন, 'ইসরায়েল ও পাকিস্তানি শাসনের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া কঠিন।'

নাভিন একা নন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন আফগানিস্তানের আরও কয়েকজন ক্রিকেটার। রশিদ খান ও মোহাম্মদ নবী আগেই এ ধরনের হামলাকে 'যুদ্ধাপরাধ' হিসেবে উল্লেখ করে সমালোচনা করেছিলেন।

অলরাউন্ডার আজমতুল্লাহ ওমরজাইও হামলার নিন্দা জানিয়ে শোক প্রকাশ করেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি লেখেন, 'আজ রাতে কাবুলে বড় বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছি। কিছুক্ষণ পরই আগুনে জ্বলতে থাকা একটি হাসপাতাল দেখি। রমজানের মাসে, ইফতারের পর নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, অনেকেই আহত হয়েছে। শোকাহত পরিবারগুলোর প্রতি আমার সমবেদনা। কাবুল আজ শোকে ডুবে আছে।

আমরা ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রার্থনা করি।'

তবে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কাবুলে হাসপাতাল লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে পাকিস্তান। দেশটির তথ্য মন্ত্রণালয় এই অভিযোগকে 'ভুল ও বিভ্রান্তিকর' বলে দাবি করে জানিয়েছে, তারা কেবল সশস্ত্র গোষ্ঠীর অবস্থানে হামলা চালিয়েছে।

এর আগে গত সপ্তাহেও পাকিস্তান আফগানিস্তানে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ তোলে কাবুল, যেখানে চারজন নিহত হয়। জবাবে পাকিস্তানের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলার দাবি করে আফগানিস্তান। তবে ইসলামাবাদ সেই দাবি নাকচ করে জানায়, আফগান সমর্থিত জঙ্গিদের পাঠানো তিনটি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি থেকেই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে 'খোলামেলা যুদ্ধ' ঘোষণা করার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

আদালতের রায়ে সেনেগালের ট্রফি এখন মরক্কোর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত জানুয়ারিতে হট্টগোল বেধে যাওয়া ফাইনালে সেনেগাল বিজয়ী হয়েছিল। কিন্তু আপিল বিচারকরা তাদের সেই জয় বাতিল করে মঙ্গলবার নাটকীয়ভাবে আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সের শিরোপা দিলো মরক্কোকে।

কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবল বলেছে, তাদের আপিল বোর্ড সেনেগালকে ফাইনালের অযোগ্য দল ঘোষণা করে রায় দিয়েছে। তাদের অতিরিক্ত সময়ের ১-০ গোলের জয় আপনাআপনি স্বাগতিক দেশ মরক্কোর জন্য ৩-০ গোলের জয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

গত ১৮ জানুয়ারি রাবাতের ফাইনালে কোচ পাপে থিয়াওর নেতৃত্বে সেনেগাল খেলোয়াড়রা স্টপেজ টাইমে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৫ মিনিট মাঠের বাইরে ছিল। ভক্তরাও মাঠে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। এই বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল যখন মরক্কোকে পেনাল্টি দেওয়া হয়। ওই সময় দুই দলের স্কোর ছিল গোলশূন্য।

প্রাথমিক শাস্তিমূলক শুনানিতে সিএএফ ১০ লাখ ডলারের বেশি জরিমানা আরোপ করেছিল। একই সঙ্গে সেনেগাল ও মরক্কোর খেলোয়াড় ও অফিসিয়ালদের নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু ফলাফল অপরিবর্তিত ছিল।

ফ্রান্সে সেনেগাল ডিফেন্ডার মুসা নিয়াখাতে নিজের ব্যক্তিগত ইনস্টাগ্রামে ট্রফি ধরে রাখা একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'নিয়ে যাও তো দেখি। পাগল নাকি!'

লেফট ব্যাক এল হাজি মালিক দিওফ তার ইনস্টাগ্রামে একই ধরনের পোস্ট শেয়ার করে লিখেছেন, 'এমনটা আমি আশা করিনি, এটা কোথাও যাচ্ছে না।'

আপিল বিচারকের রায়ে ১৯৭৬ সালের পর প্রথমবার আফ্রিকান শিরোপা জিতল মরক্কো। সেনেগাল দ্বিতীয় ট্রফি জিতেও হারাল। তিন আসরে দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা।

সেনেগালের আপিল করার সুযোগ আছে। কিন্তু ক্রীড়া আদালতে এই ধরনের আপিলের রায় হতে হতে এক বছর লেগে যায়। ততদিনে দুই দলের আসন্ন বিশ্বকাপে খেলার লম্বা সময় পার হয়ে যাবে।

লাবুশেনকে অধিনায়কত্ব দিল হায়দরাবাদ কিংসমেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন মার্নাস লাবুশেন। পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) দল হায়দরাবাদ কিংসমেনের অধিনায়ক করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানকে।

আগে কখনও কোনো টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব করেননি লাবুশেন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের নিয়মিত খেলোয়াড়ও তিনি নন। স্রেফ একটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন এবং ২০২৪ সালের জুলাই মাসের শেষ দিক থেকে কুড়ি ওভারের ক্রিকেটে ম্যাচ খেলেছেন কেবল চারটি- সবগুলোই বিগ ব্যাশে ব্রিজবেন হিটের হয়ে।

টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান লাবুশেন অফ-স্পিন বা মিডিয়াম পেস বোলিংও করতে পারেন। ৫৯টি টি-টোয়েন্টিতে তার উইকেট আছে ৪০টি। পিএসএলের দুই নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজির একটি কিংসমেন শেষ দল হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেছে মঙ্গলবার। সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসেবে দলটিতে তেমন উল্লেখযোগ্য কেউ ছিল না, কারণ টি-টোয়েন্টি পর্যায়ে অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতা ছিল সীমিত।

গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, কুশাল পেরেরা ও সাইম আইয়ুবের মতো তারকা খেলোয়াড় দলে থাকলেও, সরাসরি চুক্তিতে দলে আসা লাবুশেনই শেষ পর্যন্ত দায়িত্বটি পেলেন। এবারের পিএসএলে নেতৃত্ব পাওয়া তৃতীয় অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার তিনি। এর আগে করাচি কিংসের অধিনায়ক করা হয় ডেভিড ওয়ার্নারকে, মুলতান সুলতানসের দায়িত্ব পান অ্যাশটন টার্নার।

স্বদেশী জেসন গিলেস্পির সঙ্গে কাজ করবেন লাবুশেন। দলটির প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সাবেক পেসার গিলেস্পিকে। কিংসমেনের ম্যাচ দিয়েই শুরু হবে আসর। আগামী ২৬ মার্চ তিনবারের চ্যাম্পিয়ন লাহোর কালান্দার্সের মুখোমুখি হবে তারা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১

● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR